ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হাজার কোটি টাকার বাজেটে নির্মাণ হচ্ছে 'রামায়ণ', কে পেলেন কোন চরিত্র?

পৃঃ ৫

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে নেই রশিদ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৩৯ ● কলকাতা ● ১৫ ভাদ্র, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মহিলা ডাক্তারের ধর্ষক হিসেবে

সঞ্জয় কে ধৃত আসামি বলে প্রমাণিত করল ডিএনএ রিপোর্ট

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের দাবি নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত আসতে চলেছে। সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাব (সিএফএসএল) থেকে প্রাপ্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টে জানা গেছে, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ই মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করেছে। রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে যে, ধর্ষিতার শরীরে সঞ্জয় ছাড়া আর কারও সিমেন পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিস্তারিত অনুসারে, ময়নাতদন্তের সময় খুন হওয়া চিকিৎসকের দেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, ঘটনার রাতে ধৃত সঞ্জয়ের পোশাক, সেমিনার রুমের বিছানার চাদর, লাল রঙের কম্বল এবং ঘটনার স্থান থেকে বাজেয়াপ্ত চুলের নমুনা সেন্ট্রাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্টের ভিত্তিতে সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন যে, ধর্ষণকারী হিসেবে সঞ্জয় রায়কেই চিহ্নিত করা হয়েছে।ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টের পরে সিবিআইও তদন্ত শুরু করেছে। রিপোর্টে সঞ্জয়ের ভূমিকা স্পষ্ট হলেও, সমাজে ব্যাপক বিতর্ক এবং গুজব রয়েছে। কিছু ডাক্তার ইনিশিয়ালি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ধর্ষণ ছাড়া গণধর্ষণের সম্ভাবনাও থাকতে পারে, যা নিয়ে জনমত উত্তাল হয়। এমন পরিস্থিতিতে সিবিআই তদন্তকারী আধিকারিকদের আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ প্রয়োজন।

সিএফএসএল-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আর জি কর কাণ্ডের অন্যান্য জটিলতাগুলি মিটে যাওয়ার জন্য সিবিআইয়ের কাছে এখন আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি রয়েছে। সিবিআই তদন্তের পরিণতি কি হবে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি, তবে সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল দোষ স্বীকার করাচ্ছে।

মমতার ভুল ধরিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

দিল্লী: নিউজ সারাদিন : আরজি কর-কাণ্ডের আবহেই ফের দিল্লি থেকে চিঠি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবারও চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উত্তর চেয়ে দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ধর্ষণ নিয়ে কঠোর আইন আনার দাবি জানিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন তিনি।শুক্রবারই জবাব দিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিঠি লিখলেন মমতাকে। ধর্ষণের মতো ঘটনার তদন্তে রাজ্য প্রশাসনের সব স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা যাতে আরও সংবেদনশীল ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে তেমনই পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ধর্ষণ রোধে কড়া শাস্তি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্তের যাবতীয় আইনি সংস্থান আছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায়। এমনকী, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে তথ্যগতভাবে ভুল বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অন্নপূর্ণা দেবী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র ধর্ষণ এবং পকসো মামলার শুনানির জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে যে ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট গঠন হওয়ার কথা আর পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হওয়া ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট এক নয়। পশ্চিমবঙ্গে এখনও ৪৮ হাজার ৬০০ টি ধর্ষণ এবং পকসো মামলার শুনানি শেষ হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, এই ধরনের কোর্টে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের অভাব আছে বলে যে দাবি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা মানতে নারাজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

পুলিশি হেফাজতে অনশন, নবান্ন অভিযানে গিয়ে

ধৃত শুভঙ্কর জলস্পর্শ করেননি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশ হেফাজতে গত তিন দিন ধরে অনশনে রয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে হাওড়া থানা থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেলা হাসপাতালে। কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেও 'জলস্পর্শ' না করায় শুভঙ্করের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে বলে খবর।পুলিশের একটি সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শুভঙ্কর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে হাসপাতালে গিয়েও তিনি অনশন চালিয়ে যান। পাশাপাশি মাথায়, হাতে এবং পায়ে আঘাত রয়েছে ওই যুবকের। এই অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা অন্য হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরা জানিয়েছেন তাঁকে এসএসকেএম অথবা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা চলছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরা জানিয়েছেন আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার জন্য বিচার পেতে তাঁরাও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।শুক্রবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ওই সদস্যকে হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে এসএসকেএম অথবা কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর ডাকে নবান্ন অভিযানে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
কবিতা সংকলন
দ্বীপ প্রস্থার
সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার
সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ
Phone : 9163761670 /9564382031
কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন
অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয় শিবায় নম:
তারাতীর্থ আশ্রম (শ্রী শ্রী তাঁরামাতার মন্দির)
অঘোর চতুর্দশী
১৫ই ভাদ্র রবিবার, ১৪৩১ (ইং ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার), ২০২৪
মহামৃত্যুঞ্জয় শিবের রুদ্রাভিষেক, রুদ্রযজ্ঞ ও রাত্রে অঘোর শিবের পূজা
১৬ই ভাদ্র সোমবার,১৪৩১ (ইং ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার),২০২৪
কৌষী অমাবস্যা পূজা
পরিচালনায়: শ্রীমদ্ নির্গুনানন্দ ব্রহ্মচারী
পূজা স্থান: তারাতীর্থ আশ্রম, বল্লভপুর,
শ্রীরামপুর হুগলি
সকলের সহযোগিতা প্রর্থনীয়

আরজিকর কাণ্ড নিয়ে ফের বিতর্ক

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে তত সামনে আসছে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য। একইসঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন। কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে আগেই এফআইআর দায়েরের সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সকাল ১০টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও কেন রাত ১১:৪৫ নাগাদ এফআইআর দায়ের করা হল আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের নিথর দেহ উদ্ধারের পর টালা থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। ৫২ নং এফআইআরের 'ফার্স্ট কন্টেন্টস' কলমে লেখা, অজ্ঞাতপরিচয় কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ষণ ও খুন করেছে। ৫৭৭ নং জেনারেল ডায়েরির ভিত্তিতে ৯ আগস্ট রাত পৌনে ১২টা নাগাদ এই এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছিল, সেই ৮৬১ নং আনন্যাচারাল ডেথ কেসের কথাও এখানে উল্লেখ করা আছে।ওই ঘটনায় ধারা হিসেবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ এবং ১০৩ (১) লেখা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪ হল ধর্ষণের ধারা এবং ১০৩ (১) হল একজনের দ্বারা সংগঠিত হত্যার ধারা। এফআইআর বলছে, পরিবারের থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই এই এফআইআর করা হয়েছে। এদিকে নির্যাতিতার পরিবার বলছে, টালা থানার ওসিকে তাঁদের দেওয়া অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, তাঁদের একমাত্র সন্তানের ওপর নির্যাতন করে যে হত্যা করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা যুক্ত তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

এখন প্রশ্ন, তাহলে অপরাধী একজন ধরে নিয়ে কীভাবে এফআইআর দায়ের করা হল? এমনকি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের কথা সরাসরি উল্লেখ না করা থাকলেও কীভাবে এফআইআরে পুলিশ লিখল, ইচ্ছাকৃত ধর্ষণ, যা কোনও একজন ব্যক্তিই করেছেন প্রশ্ন তুলেছেন এক আন্দোলনকারী চিকিৎসক।

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ পন্থ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ পন্থ। শনিবার নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মনোজের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিদায়ী মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকের মেয়াদ বৃদ্ধিতে দিল্লি অনুমোদন না দেওয়ায় মনোজকেই নতুন মুখ্যসচিব হিসাবে বেছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার আরও কয়েক জন আমলার দায়িত্বও বদলেছে নবান্ন। অর্থ দফতরের সচিব পদে মনোজের বদলে নিয়ে আসা হয় প্রভাতকুমার মিশ্রকে। প্রভাতকুমার সেচ ও জলসম্পদ দফতরের সচিব ছিলেন। মনোজকে সেচ দফতরের সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যদিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকেই করা হল মুখ্যসচিব। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদমর্যাদার অফিসার রোশনি সেন এত দিন মৎস্য দফতরের সচিব পদে ছিলেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরও ছিলেন। তাঁকে জল সম্পদ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।গত ৩১ মে মুখ্যসচিব পদে গোপালিকের মেয়াদ শেষ হয়েছিল।তাঁর তিন মাসের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দিল্লিতে আবেদন জানিয়েছিল নবান্ন। সে বার কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু গোপালিকের দ্বিতীয় বার মেয়াদবৃদ্ধিতে অনুমোদন দিল না নরেন্দ্র মোদীর সরকার। শুক্রবারই নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছিল, হয়তো দিল্লি মেয়াদ বৃদ্ধি করবে না। তবু শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল নবান্ন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তা না হওয়ায় মনোজকেই নতুন মুখ্যসচিব করল রাজ্য সরকার।

মনোজ এমন একটা সময়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব নিচ্ছেন, যখন এক সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে চলেছে রাজ্য। তার প্রভাব পড়েছে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও। এই পরিস্থিতিকে সামলানোই এই মুহূর্তে মনোজের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে অভিমত প্রশাসনিক মহলের অনেকের।

দিল্লিতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু
হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিকের

হরিশ্চন্দ্রপুর,৩১ আগস্ট : নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। নাম আব্দুল ওয়াহাব (৪১)। যুবকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,দুই মাস আগে সপরিবারকে নিয়ে দিল্লিতে কাজ করতে যায় আব্দুল। সেখানে সে সেলাই কারখানায় কাজ করত। শুক্রবার সন্ধ্যায় ছেলেকে টিউশন থেকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে পেছন দিক থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। স্থানীয় পুলিস তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করান।শনিবার সকালে মারা যায় বলে খবর। আব্দুলের পরিবারে রয়েছে স্ত্রী সহ দুই নাবালক ছেলে ও এক মেয়ে। কিভাবে পরিবার চলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে স্ত্রী শাহানাজ বিবি।

বউমাকে হাসুয়ার কোপ,পড়ল ১৮ টি সেলাই,
চিকিৎসাধীন বধূ,পলাতক শ্বশুর শাশুড়ি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩১ আগস্ট : নিউজ সারাদিন : বিদ্যুৎ এর বিল পরিশোধ করাকে কেন্দ্র করে বউমা ও শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে বিবাদ। বউমাকে হাসুয়ার কোপ মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের গাঙ্গনদীয়া গ্রামে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বধূ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে জখম বধূর মা। ঘটনার পর পলাতক রয়েছে অভিযুক্তরা। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জখম বধূর নাম সাজেনুর খাতুন(৩৫) এবং অভিযুক্তরা হল শ্বশুর আব্দুল রোফ(৫৭) ও শাশুড়ি আনেশা বিবি(৫০)। অভিযোগ,তাদের বাড়িতে একটি মিটার রয়েছে। সেই মিটার থেকে ছেলে আনেসুর রহমান ও তার বাবা আব্দুল দীর্ঘদিন থেকে কারেন্ট ব্যবহার করে আসছে।বিল পরিশোধ কে করবে এই নিয়ে বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে বউমার বিবাদ হয়।এরপর তারা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময় স্বামী আনেসুর বাড়িতে ছিল না।স্বামীর অনুপস্থিতিতে বধূকে বেধরক ভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।শাবল দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় ও হাসুয়ার কোপে বাম হাত জখম করে দেয়। পরিবারের লোকেরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করান। মাথায় ১২ টি ও হাতে ৬ টি সেলাই করা হয়েছে।জখম বধূ বলেন,১৭ বছর আগে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক বছর পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মানসিক ও শারীরিকভাবে আমাকে অত্যাচার করত। সংসারের কথা ভেবে মুখ বুজে সব সহ্য করে আসছিলাম। এদিন বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করার কথা বলতে গিয়ে আমাকে মারধর করা হয়।হাসুয়া ও শাবল দিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে জামিনে মুক্ত
ছাত্রসমাজের নেতা সায়ন, সুপ্রিম কোর্টে নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নবান্ন অভিযানে যে তাণ্ডব হয়েছিল তা দেখেছেন বাংলার মানুষ। ওই দিন ছাত্রসমাজের নেতা সংবাদমাধ্যমের টক-শো শেষ করে বেরতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। পুলিশের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলা হলেও অশান্তিতে উসকানি দেন 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজে'র অন্যতম আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ী।এরপরই সায়ন লাহিড়ীকে জামিনের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সায়ন লাহিড়ীকে গ্রেফতার করে পুলিশ জেল হেফাজতে রেখেছিল। আজ জামিনে মুক্তি পেলেন। আর সায়ন লাহিড়ী মুক্তি পেয়েই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।' পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। তবে তাঁর এই মুক্তির বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার।তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় জামিন দিয়ে দেয় সায়নকে। সায়ন লাহিড়ীকে জামিন দিতেই আজ, শনিবার সায়ন মুক্তি পেলেন। তবে তাঁর জামিনের বিরোধিতায় এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।

এদিকে আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালতের নির্দেশে মুক্তি পেয়েছেন সায়ন। তারই মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। সুতরাং জামিনে আপাতত মুক্তি পেলেও স্বস্তি মিলছে না এখনই। গত ২৭ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'। সেটা শান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা বলেছিলেন সায়ন। কিন্তু দেখা গেল, তাণ্ডবের পাশাপাশি পুলিশের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। পুলিশের অনুমতি ছাড়া এই মিছিলেন ডাক দেন সায়ন।অন্যদিকে তারপর তুমুল অশান্তি শুরু হয় রাজপথে। সায়নের গ্রেফতার নিয়ে যুক্তি দিয়ে 'প্রভাবশালী' তত্ত্বও তুলে ধরেন রাজ্যের আইনজীবী। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বক্তব্য ছিল, সায়ন কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কি না। জবাবে রাজ্যের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, তিনি ছাত্রনেতা। তা শুনে বিচারপতি আবার প্রশ্ন করেন, সেক্ষেত্রে সায়নকে কেমন করে 'প্রভাবশালী' বলা হচ্ছে? বিচারপতি বলেন, 'ওই ছাত্রনেতাকে কী ভাবে প্রভাবশালী বলা হচ্ছে? তিনি কি এতই জনপ্রিয় যে, ডাক দিলেন আর হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে গেল? তাঁর কী অতীত আছে? সায়ন কি সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন?'

এইবার জেরা করলেন আরজি কর হসপিটালের
মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডে এবার সিবিআই এর সেই মুখোমুখি 'রহস্যময়ী' মহিলা। আরজি করে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এবার অ্যাসিসট্যান্ট সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল করল সিবিআই। তিলোত্তমার বাবা-মায়ের অভিযোগ অনুসারে, ফোন করে প্রথমে মেয়ের অসুস্থতার কথা বলেন আরজি করের মহিলা অ্যাসিসট্যান্ট সুপার। পরে ফোন করে আত্মহত্যার কথা বলেন তিনি। এবার সেই মহিলাই এজেন্সির স্ক্যানারে। এর আগের শুনানিতে এই মহিলার ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।তিলোত্তমা মামলার দ্বিতীয় শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবলকে প্রশ্ন করে বিচারপতি পর্দিওয়ালা বলেন, 'কে এই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার? তিনি মহিলা না পুরুষ?' উত্তরে একটু সময় নিয়ে সিব্বল বলেন, "তিনি একজন মহিলা।" এরপরই জাস্টিস পর্দিওয়ালা বলেন, "ওনার আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক। ওনার এই রকম আচরণের পেছনে কারণ কী?

এদিকে আবার এই ঘটনার মধ্যেই তিনটি অডিয়ো ভাইরাল হয়। সেখানে তরুণী চিকিৎসকের বাবার সঙ্গে অ্যাসিসট্যান্ট সুপারের কথোপকথন শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে প্রথমে বলা হচ্ছে, 'আপনাদের মেয়ে অসুস্থ। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসুন'। আর দ্বিতীয়বার ফোন করে বলা হচ্ছে, ' আপনাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মারা গেছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন হাসপাতালে চলে আসুন। এদিকে যেই অ্যাসিসট্যান্ট সুপারকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করছে তার দাবি, চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হওয়ার পর সেখানে অনেক ছাত্র -ছাত্রী এবং আধিকারিকরা ছিলেন। সিবিআই এর কাছে তিনি দাবি করেন, ওই রকম পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে গিয়েই আত্মহত্যার কথা বলে দিয়েছিলেন তিনি। এমনটাই দাবি করেছেন অ্যাসিসট্যান্ট সুপার।

১-ম পাতার পর

পুলিশি হেফাজতে অনশন, নবান্ন অভিযানে গিয়ে ধৃত শুভঙ্কর জলস্পর্শ করেননি

শামিল হয়েছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরাও। তাঁরা হাওড়া স্টেশন থেকে ফরশোর রোড হয়ে নবান্নের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি শুভঙ্কর অন্যান্য আন্দোলনকারীর সঙ্গে যখন ঠিক হাওড়া ময়দান এলাকায়, তখনই পুলিশের সঙ্গে গন্ডগোল শুরু হয় তাঁদের। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে আহত হন কাঁকসা বিডিও অফিসের কর্মী শুভঙ্কর। তবে পুলিশকে মারধরের অভিযোগে মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেফতার করে হাওড়া থানার পুলিশ। বুধবার হাওড়া আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক শুভঙ্করকে এক দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। বৃহস্পতিবার আবার শুভঙ্করকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। তার পর থেকে হাওড়া থানায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন শুভঙ্কর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শুভঙ্কর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে হাসপাতালে গিয়েও তিনি অনশন চালিয়ে যান। পাশাপাশি মাথায়, হাতে এবং পায়ে আঘাত রয়েছে ওই যুবকের। এই অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা অন্য হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরা জানিয়েছেন তাঁকে এসএসকেএম অথবা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা চলছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরা জানিয়েছেন আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার জন্য বিচার পেতে তাঁরাও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আমি হিন্দু, জামাতরা অত্যাচার করছে বলে পালিয়ে এসেছিলাম এখানে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তেজনা থামেনি। এখনও বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের সঙ্গে জামাত ও বিএনপি-র অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসছে। আর সেই উত্তেজনা এড়াতে ভারতেও কি অনুপ্রবেশ চলছে বাংলাদেশিদের? কারণ, শুক্রবার শিশু সহ মোট ১১ জন বাংলাদেশি ধরা পড়ল বনকর্মীদের হাতে।এ প্রসঙ্গে ধৃত বাংলাদেশি সুব্রত মণ্ডল বলেন, "আমাদের ওইখানে মারধর করছে। থানায় কোনও প্রশাসন নেই। জামাত ও বিনএনপির লোকেরা অত্যাচার করছে। আমরা হিন্দু আমরা আওয়ামি করি। তাই অত্যাচার করছে জামাতরা। ভেবেছিলাম থাকব কেষ্টপুরের দিকে।" কল্পনা বিশ্বাস নামে আরও এক ধৃত বাংলাদেশি মহিলা বলেন, "আমাদের উপর অত্যাচার করছে। আমরা কোনও পার্টি করতাম না ওইখানে। তারপরও আমাদের উপর অত্যাচার করত।"জানা যাচ্ছে, শুক্রবার বিকেলের পর সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় টহলদারি চলছিল।সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায় এই অনুপ্রবেশকারীদের। সাথে সাথেই তাঁদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে বনকর্মীরা। এরপর গোসাবার সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই ১১ জনকেই।

ধৃতদেরর মধ্যে পাঁচ শিশু, পাঁচ মহিলা ও একজন পুরুষ। সবাইকেই শনিবার আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ ব্যক্তিকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের সকলেই বাংলাদেশের খুলনা জেলার করেয়া থানার বাসিন্দা। আরও কেউ ওই এলাকায় আছে কি না সেটাও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

১১ মাস পর উদ্ধার, অপহরণকারীকেই ছেড়ে যেতে আপত্তি শিশুর, জড়িয়ে ধরে কান্না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খুনের মতো বিভিন্ন ধরনের জঘন্য অপরাধের ঘটনা ঘটছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা সামনে এল রাজস্থানে। ১৪ মাস আগে এক শিশুকে অপহরণ করেছিল এক ব্যক্তি। পুলিশ অবশেষে অপহরণকারীর খোঁজ পেয়ে ওই শিশুকে উদ্ধার করে। কিন্তু, পুলিশ অপহরণকারীর কাছ থেকে শিশুকে উদ্ধার করে তার মায়ের কাছে তুলে দিতে গেলেই নাটকীয় মোড় নেয়।পুলিশ জানিয়েছে, আসলে শিশুর মা পুনম চৌধুরীর সঙ্গে প্রণয় ছিল তনুজের। তিনি পুনমকে বাড়ি ছেড়ে তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু, পুনম তাতে রাজি না হওয়ায় অবশেষে ১১ মাসের সন্তানকে অপরহণ করে তনুজ। এদিকে, ঘটনার পরেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় তনুজকে। পুলিশ অভিযানে নেমে মথুরা, আগ্রা, বৃন্দাবনসহ একাধিক জায়গায় তনুজের থাকার খবর পায়। কিন্তু, তার আগেই সেখান পালিয়ে যাওয়ায় এতদিন চাহারকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।শেষে মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এরপর শিশুসহ তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যখন শিশুটিকে তার কাছ থেকে আলাদা করে তার বাবা-মায়ের কাছে তুলে দিতে চাইছিল পুলিশ। তখনই শিশুটি তনুজকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কান্না করতে শুরু করে। তা দেখে অপহরণকারী তনুজও কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই দৃশ্য নেটিজেনদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। অনেকেই লিখেছেন, এই দৃশ্য দেখে বলিউডের 'জানোয়ার' সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল। আবার অনেকেই লিখেছেন, এর জন্য অপহরণকারীর সবচেয়ে কম শাস্তি হওয়া দরকার। কোনওভাবেই অপহরণকারীর কাছ থেকে আলাদা হতে চাইছিল না শিশুটি। বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সে অপহরণকারীকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। তা দেখে অপহরণকারীও নিজেকে সামলাতে পারেননি। তিনিও কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঠিক যেন সিনেমার দৃশ্য। বাস্তব জীবনে এমনই ঘটনা ঘটেছে রাজস্থানের জয়পুরে। আবেগঘন সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মাধ্যমে, যা সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, অপহরণকারীর নাম তনুজ চাহার। তিনি উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেড কনস্টেবল ছিলেন। গত বছরের ১৪ জুন তনুজ ৫ সহযোগীর সঙ্গে জয়পুরের সাঙ্গানার সদর এলাকার বাড়ি থেকে পৃথ্বী নামের ওই শিশুকে অপহরণ করেছিল। সেই সময় তার বয়স ছিল ১১ মাস। সেই ঘটনায় শিশুর বাবা মা থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে খুঁজে পায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারি এড়াতে ঘন ঘন চেহারা পরিবর্তন করেছিলেন তনুজ। তিনি ফোনের ব্যবহারও এড়িয়ে চলতেন। তবে গত কয়েক মাস ধরে সাধুর ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে যমুনা নদীর তীরে একটি কুঁড়েঘরে থাকতে শুরু করেছিলেন তনুজ। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করার জন্য এবং সন্ন্যাসীর রূপ দিতে দাড়িও বড় করেছিলেন।

এসএমপি কলকাতা প্রস্তুত গ্লোবাল ট্রেড - বেঙ্গল মিডল ইস্ট এক্সপ্রেসের মাধ্যমে

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স- এর সঙ্গে আরব আমিরশাহীর জেবেল আলি বন্দরকে যুক্ত করতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট, (এসএমপি কলকাতা) গর্বের সঙ্গে বেঙ্গল মিডল ইস্ট এক্সপ্রেস (বিএমএক্স)-এর সূচনার কথা ঘোষণা করেছে। হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স (এইচটিসি)-এর সঙ্গে আরব আমিরশাহীর জেবেল আলি পোর্টের মধ্যে নতুন পণ্যবাহী জাহাজ পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। এই পরিষেবার সূচনা করেছে সিঙ্গাপুরের ওশান স্যালুট লাইন। সহযোগিতা করছে এমবিকে লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেড। এতে বন্দরের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়বে। প্রথম জাহাজ ইয়ং ইউ-১১-এর এইচডিসি-তে পৌঁছনোর কথা ২০২৪-এর ৬ সেপ্টেম্বর। বিএমএক্স পরিষেবা হলদিয়া - চিটাগাং - জেবেল আলি - হলদিয়া রুটে চলাচল করবে। বাংলার পাশাপাশি, পূর্ব ভারতের শিল্প তালুকের সংযোগ স্থাপিত হবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান বন্দরের সঙ্গে।

এই সূত্রে এইচডিসি'কে অভিনন্দন জানিয়ে এসএমপি কলকাতার চেয়ারপার্সন শ্রী রথেন্দ্র রমন বলেছেন, "বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশে দক্ষতা ও নমনীয়তা জরুরি। আমরা বেঙ্গল মিডল ইস্ট এক্সপ্রেস পরিষেবা চালু করতে পেরে গর্বিত। এতে শুধুমাত্র হলদিয়া এবং জেবেল আলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে তাই নয়, এতে এই অঞ্চলের বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন রাস্তাও খুলে যাবে"।

শ্রী রমন আরও বলেন, "এই উদ্যোগকে সহায়তা দিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের বন্দরগুলি থেকে আসা পণ্য পরিবাহী জাহাজের জন্য মাশুলে যথেষ্ট ছাড় দেবে। এই পরিষেবা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের বন্দরের প্রতিযোগিতামুখীনতা বৃদ্ধি করতে এবং এই অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে সাহায্য করতে আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ"। বিএমএক্স পরিষেবা পণ্য পরিবহণ পরিষেবার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবে। এতে আঞ্চলিক রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের সময় বাঁচবে এবং খরচও কমবে। চিরাচরিত রুটকে পাশ কাটিয়ে এটি সময় ও খরচ কমাবে এবং ভিড় এড়ানো যাবে। সরাসরি এই রুট সরবরাহ-শৃঙ্খলের দক্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রতিযোগিতামুখীনতা বৃদ্ধি করবে। আন্তর্জাতিক বাজারের সুবিধা নিতে সাহায্য করবে।

মহারাষ্ট্রের পালঘরে ৭৬ হাজার কোটি টাকার বাদাবন বন্দর প্রকল্পের

শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মহারাষ্ট্রের পালঘরে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৭৬ হাজার কোটি টাকার ভাদাবন বন্দর প্রকল্প। এর পাশাপাশি, মোট ১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার ২১৮টি ম ৎস্য চাষ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করেন তিনি। জাতীয় স্তরে ভেসেল কম্যুনিকেশন অ্যান্ড সাপোর্ট সিস্টেমের সূচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পের ব্যয় ৩৬০ কোটি টাকা। মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি পরিকাঠামো প্রকল্পের শিলান্যাসও হ'ল আজ। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মৎস্য বন্দরের আধুনিকীকরণ এবং মৎস্য বাজার। মৎস্যজীবীদের হাতে ট্রান্সপন্ডার সেট এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শুরু করেন সন্ত শিবাজী মহারাজের পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সিন্ধু দুর্গে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিবাজী মহারাজ কেবলমাত্র একটি নামই নয়, তিনি কার্যত ভগবান। দেশ মাতৃকার কৃতি সন্তানদের যাঁরা অসম্মান করতে চায়, তাদের ভাবধারা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। বীর সাভারকারকেও অবমাননা করার প্রবণতা রয়েছে যাদের, তাদের বিষয়ে সাবধান থাকতে সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দেন তিনি। বিকশিত ভারত এর স্বপ্ন পূরণে মহারাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এই রাজ্যের বিকাশে তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি। এ প্রসঙ্গে উঠে আসে দীঘিবন্দর শিল্প এলাকা প্রসঙ্গ। তিনি জানান, এই শিল্প অঞ্চল গড়ে উঠবে রায়গড়ে, যা ছিল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যের রাজধানী। মৎস্যচাষীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে আজ মৎস্যচাষ সংক্রান্ত মোট ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস এবং মোট ৪০০ কোটি টাকা প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে বাদাবান বন্দর বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রকল্পের বিষয়ে আগেকার সরকার দীর্ঘদিন উদাসীন ছিল বলে তাঁর অভিযোগ। ২০২০ সালে এখানে বন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের সুবাদে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। মৎস্যচাষ ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪'য় দেশে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ টন, যা এখন দাঁড়িয়েছে ১৭০ লক্ষ টনে। নীল বিপ্লব কর্মসূচির জেরে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে পিএম - মৎস্য সম্পদা যোজনার প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁর ভাষণে। মহারাষ্ট্রে নারী নেতৃত্বাধীন বিকাশের যে উদ্যোগ প্রতিফলিত, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। ঐ রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ নানা পদে মহিলাদের আসীন হওয়া একবিংশ শতকের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিফলন বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ওসবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস্ এর মন্ত্রে অবিচল তাঁর সরকার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণণ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং শ্রী অজিত পাওয়ার, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় মৎস্যচাষ, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং প্রমুখ।

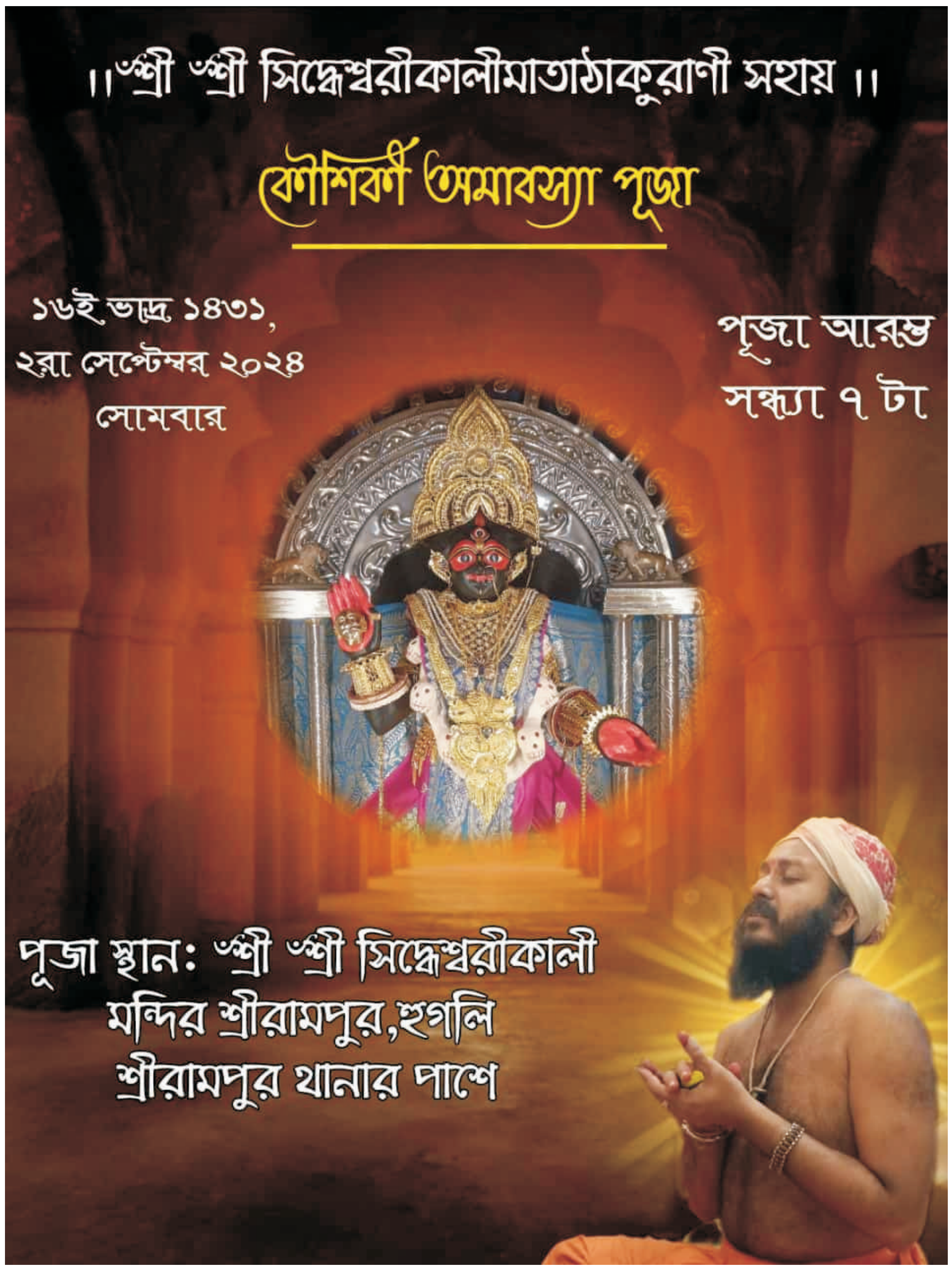

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৩৯ সংখ্যা ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার ১৫ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

মহিলাদের সুরক্ষায় কঠোর আইন তৈরি হয়েছে

আরজি কর হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন। আর এই ঘটনায় তোলপাড় বাংলা। দেশের বিভিন্ন অংশেও প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে বিচার অন্যদিকে নিরাপত্তা, দুই দাবিতে লাগাতার চলছে আন্দোলন।মহিলাদের নিরাপত্তায় কড়া আইনের দাবি উঠছে সর্বস্তরে। এমনকি ধর্ষণে অভিযুক্তের দ্রুত বিচার করে যাতে কড়া শাস্তি দেওয়া যায় সেজন্য কড়া আইন আনার কথা বলে প্রধানমন্ত্রীকে দুটি চিঠিও দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি কড়া শাস্তি হিসাবে ফাঁসির সাজার কথাও বলা হচ্ছে। আর এর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।আর এই প্রেক্ষাপটে মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া একের পর এক অপরাধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মহিলাদের সুরক্ষা আরও মজবুত করার বার্তাও দিলেন তিনি। দিল্লিতে জেলা বিচার বিভাগের জাতীয় সম্মেলনে আজ শনিবার যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।

আর সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং শিশুদের সুরক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে আরও সক্রিয় ভাবে প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।তাঁর কথায়, মহিলাদের উপর অত্যাচার সংক্রান্ত মামলায় যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, অর্ধেক জনসংখ্যার নিরাপত্তা তত শক্তিশালী হবে এবং নারীদের আস্থা তত বেশি বাড়বে।

এদিন একাধিক ইস্যুতে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং অন্য বিচারপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরও দ্রুত বিচার যাতে মানুষ পান, সেজন্য গত একদশক ধরে কাজ করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বিচার বিভাগের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা গত ১০ বছরে ব্যায় করা হয়েছে বলেও এদিন মন্তব্য করেন নরেন্দ্র মোদী। গত ২৫ বছরে যে পরিমান টাকা খরচ করা হয়েছে, তার ৭৫ শতাংশ টাকা গত ১০ বছরে খরচ করা হয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ন্যায় সংগতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।বলে রাখা প্রয়োজন, গত কয়েকদিন আগে আরজি কর হাসপাতালের মধ্যেই কর্তব্যরত অবস্থায় মহিলা জুনিয়ার ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। আর এরপরেই উত্তাল কলকাতা সহ গোটা রাজ্য। প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন দেশের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, জুনিয়ার ডাক্তাররা।

গণধর্ষণে উত্তাল, ফের ১২ ঘণ্টার বনধ বাংলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বংশীহারি ব্লকে আধিবাসী নাবালিকার ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল জেলা রাজনীতি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এনিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদিবাসী সংগঠন। ডাকা হল বনধ। এমনকি ওই ঘটনার তদন্ত রাজ্য পুলিসকে দিয়ে হবে না বরং তদন্ত করতে হবে সিবিআইকে দিয়ে, এমন দাবিও উঠল।অন্যদিকে, বংশীহারীর আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় শনিবার সকালে নির্যাতিতা নাবালিকার সঙ্গে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে দেখা করলেন রাজ্যের চাইল্ড রাইট কমিশনের এক মহিলা আধিকারিক। শুক্রবার দুপুরে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পৌঁছান রাজ্যের চাইল্ড রাইট কমিশনের মহিলা আধিকারিক তুলিকা দাস। জখম ওই নাবালিকার সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। নাবালিকার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে কেমন রয়েছে,মানসিক ভাবে নাবালিকা কেমন আছেন সেই বিষয়ে কথা বলেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। পরবর্তীতে নাবালিকার যেন স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারেন সেই বিষয়গুলি নিয়েও নাবালিকার সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের চাইল্ড রাইট কমিশনের আধিকারিক। শুক্রবার ওই ঘটনার প্রতিবাদে আদিবাসী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে ১২ ঘণ্টা জেলা বনধের ডাক দেওয়া হয়।এবার এনিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল সিপিএম। শনিবার দুপুরে জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা ঘোষণা করেন আগামী ২ সেপ্টেম্বর আদবাসী যৌথ মঞ্চের ডাকা বনধকে সমর্থন জানাবে সিপিএম। রাস্তায় নেমে বনধের সমর্থন নয়, বনধের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাবে জেলা সিপিএম।

এদিকে সিপিএমের আশঙ্কা তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাই সিপিএমের দাবি রাজ্য পুলিস নয় ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত করুক সিবিআই। শনিবার দুপুরে সিপিএমের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই ঘোষণা করা হয়।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলস্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। ভক্তদের কাছে মা মনসা বিষহরি (বিষনাশকারিণী), জগৎগৌরী, নিত্যা (চিরন্তনী) ও পদ্মাবতী নামেও পরিচিতা। তাঁর পূজা প্রধানত বাংলা ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত। বর্ষার প্রকোপে এ সময় সাপের বিচরণ বেড়ে যায়,

ক্রমশঃ

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

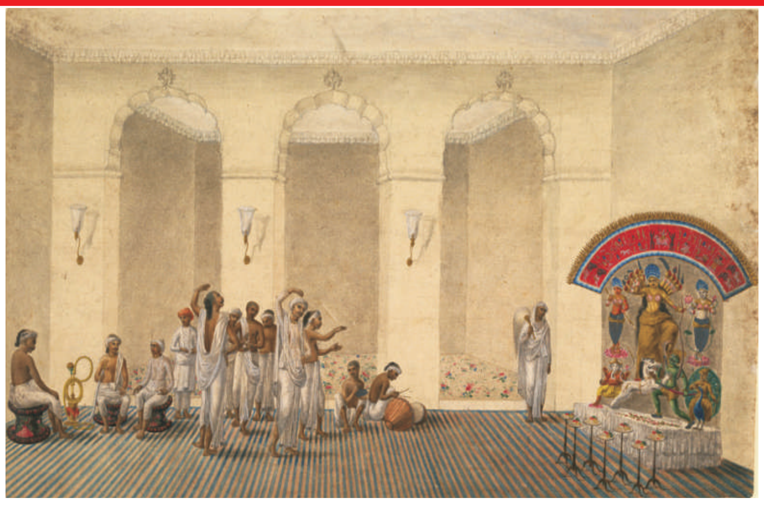

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন মাতানো শিউলি ফুলের গন্ধে, সুখের আনন্দে মেতে উঠেছি উৎসবের মেজাজে, তবে সমস্ত মানুষের মন একটা ভারকান্ত প্রতিবাদের দিকে। নারী যে শক্তির উৎস প্রকৃতির সৃষ্টি তারাই একমাত্র গ্রহণ করতে পারে সমস্ত অত্যাচার অবিচার অনাচার। তাই বাংলার বুকে নারী শক্তি গর্জে উঠেছে ,মাতৃ শক্তি প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে। দেবী দুর্গাকে নিধন যখন হয়েছে তখন অসুর বদ্ধ হবেই, অসুরকে বধ করতে এই বাংলার ঘরের মেয়েরা নেমে পড়েছে পথে। দেবী দুর্গা অস্ত্র নিয়ে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মেতে উঠেছে সর্বশক্তি রূপে, রূপং দে রূপেই তারা যেন প্রতিবাদ করছে প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি প্যান্ডেলের ভেতর থেকে। তবুও পরিবেশ দেখে মনের ভিতর অনুভূতি জেগে উঠেছে শারদ উৎসবের আগমনী বার্তা।সত্যি তো তাই, এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের মধ্যে সুখ দুঃখ অনুভূতিটাই ভুলতে বসেছিলাম। আজকের দিনে আমরা অনেকেই গৃহবন্দি ,অনেকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করাটা বড় দায় হয়ে গেছে ।আর ব্যবসায়ীদের কপালে ভাঁজ পড়েছে।শারদ উৎসবে ব্যবসায়ীরা যেভাবে জীবন জীবিকা অর্জনের মূল অর্থটা এই সময়ে উপার্জন করে নেয়, আজ যেনো সেসব বিশবাঁও জলে।এবছরের পুজোতে মানুষরে অর্থ উপার্জনের রাস্তা তেমন নেই। শুধু রাস্তায় রাস্তায় মাতৃ শক্তিদের প্রতিবাদের রূপ, একথা বলতে হবে প্রাচীন বারোয়ারি পুজোর মজা এবং উত্তেজনা পরে মোড় নেয়। সেই পূজায় দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত প্রবীণ সৈনিকদের দ্বারা লাঠি বাজানো, যোগব্যায়াম ও মহড়া করা হয়। প্যান্ডেলের আশেপাশের স্টলে স্বদেশি জিনিসপত্রও বিক্রি হয়। জাতীয়তাবাদী অনুভূতি প্রকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম এবং মানুষকে একত্রিত করার উতসব হিসাবে পূজা উদযাপন করা হয়েছিল। সেই পূজা থেকেই দেশকে দেবী রূপে দেখে দেশের মুক্তির শপথ নেওয়ার বার্তা প্রচার করা হয়।

এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে 'সর্বজনীন দুর্গোৎসব' উদযাপন। বিভিন্ন ক্লাব দুর্গাপূজা উদযাপন শুরু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

স্বাস্থ্য বাজারের মুনাফাখোরদের ষড়যন্ত্রের শিকার আরজিকর হাসপাতাল

নীরব মুসাফির: নিউজ সারাদিন : আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে একটি খুন ও ধর্ষণের ঘটনা আমাদের রাজ্যের শাসকদলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ঠিক যেভাবে এখন আরজিকর হাসপাতালে গত ৯ আগষ্ট এক ডাক্তরী পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এই রাজ্যের শাসকশ্রেণীর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আরজিকরের ডাক্তার ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মতোই ৪২ বছর আগে কোচবিহার হাসপাতালে বর্ণালী দত্ত নামে এক নার্সকে নৃশংস বর্বর ভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। সেদিনের সেই নির্মম নৃশংস ঘটনা নিয়েও রাজ্য রাজনীতি তথা গোটা দেশ উত্তাল হয়েছিল কিন্তু আজকের মতো নয়। যেখানে খবরের নামে প্রতিদিন সোস্যাল মিডিয়ায় ভূয়া পোষ্ট এবং এক শ্রেণীর হলুদ সাংবাদিকতার জেরে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।১৯৮২ সালের দ্বিতীয় বামফ্রন্টের সময় এই গণ ধর্ষণের খবর বেরোত শুধু হাতে গোনা কয়েকটি দৈনিক কাগজে যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আনন্দবাজার ও যুগান্তর। তখন খবরের দুনিয়ায় একচেটিয়া মুনাফাখোর সংবাদ মাধ্যম, যাদের পরিবেশিত খবরের সত্যতা নিয়ে মানুষের মনে কখনই কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এই ৪২ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে যার স্রোতে ভাসতে থাকা পচা লাশ যখন ডাঙার পাড়ে আটকে যায় তখন আকাশ জুড়ে দেখা মেলে শকুনের। বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকা সেই শকুন হল এদেশের রাজনৈতিক নেতা, পুঁজিবাজারের মুনাফা খোড় একচেটিয়া ব্যবসায়ী আর কিছু নখদন্তহীন জনতা। যাদের কাজ হল মিথ্যাচারে ভরপুর দৈনিক পড়ে যে কোন সিদ্ধান্তে আসা।কেন হল আরজিকরে এই নৃশংস ধর্ষণের ঘটনা?একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখি তাহলে অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে যাবে। এরাজ্যের সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিগত বাম আমলে এমন পর্যায়ে পৌছে ছিল যে মানুষ বলত ওখানে দাঁড়িয়ে ঢুকতে হয় আর চিৎ হয়ে বেরোতে হয়। অর্থাৎ রোগীর বেঁচে ফেরার আশা থাকত না।যে হাসপাতালের পরিষেবার দশা কেমন তৎকালীন নব্বই দশকে বিখ্যাত গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীর গানেই উঠে এসেছিল "হাসপাতালে খেলা করে শূয়ারের বাচ্চা তবুও আমরা বলি সাঁরে জাঁহা সে আচ্ছা"। মিলিয়ে দেখুন যে সময় নচিকেতা এই গানটি রচনা করেছিলেন সেই সময় সরকারি হাসপাতালে রোজ রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটত।আর অন্যদিকে ইষ্টার্ন বাইপাসের ধারে একের পর এক কর্পোরেট হাসপাতাল গজিয়ে উঠতে শুরু করল।১৯৮২ সালেই বর্ণালী দত্তকে হাসপাতালের ভিতরে নৃশংস খুনের মধ্যে দিয়ে এরাজ্য তথা দেশের মুনাফাখোর স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা যে চ্যালেঞ্জ সেদিন বামেদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল তাকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার মতো সাহস সেদিন জ্যোতি বসুর সরকার আর দেখাননি।ফলে আরজিকর থেকে নীলরতন অথবা পিজি কিংবা মেডিকেল সব জায়গাতেই গড়ে উঠেছিল একশ্রেণীর স্বস্থ্য ব্যবসায়ী দালালচক্র আর ডাক্তারদের পরিকল্পিত নেক্সাস।যাকে শূয়ারের খোঁয়াড় বললেও কিছু কম বলা হবে।আর জেলা হাসপাতালের কথা তো ছেড়েই দিলাম। ওখানে শুধু ডাক্তার থাকত হাতে রেফারের স্লীপ নিয়ে। কিন্তু বিগত ১২ বছরের মমতার শাসনকালে সেই সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা আমূল বদলে গেছিল। এখানে এখন বিনামূল্যে চিকিৎসা থেকে ওষুধ ন্যায্যমূল্যের ওষুধ,বিনা খরচে হার্ট অপারেশন থেকে সবই হয়ে যাচ্ছে যার ঝাঁঝে খাবি খাচ্ছে বাইপাসের ওই ফাইভস্টার হাসপাতালগুলো। যেখানে একজন ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট পেতে নগদ হাজার টাকা গুনতে হয়।ফলে স্বাস্থ্য ব্যবসার শ্মশান যাত্রা সমাগত বুঝতে পেরে অনেকেই ছক কষছিলেন কিভাবে এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা যায়। যেখানে এক লৌহ মানবীকে কোন ভাবেই ম্যানেজ করা সম্ভব নয় বুঝেই তাকে বিপদে ফেলে ক্ষীর খাওয়ার প্ল্যান রচিত হয়।আর সেই প্ল্যান আরও জোরালো ২০২২ সালে সেবা পরিষেবায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরষ্কার হিসেবে সেরা বাঙালির সম্মান নিতে যাকে উদ্যোক্তারা আরজিকর হাসপাতালের অধ্যক্ষকে মঞ্চে তুলে গলায় স্মারক উত্তরিয় আর উপহার তুলে দিয়ে ম্যানেজ করতে চেয়েছিলেন। কারণ পড়তে হয় না হলে পিছিয়ে পড়তে হয় কিংবা আমরা ষাট বাকিরা বালাই ষাট বলে দাবি করা এবং তাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সেই ঘন্টাখানেক সঙ্গে দুশমন আর কলতলায় ঝগড়া দিয়ে বেশি দিন ব্যবসা বাঁচানো সম্ভব হচ্ছিল না।তার উপর কোভিড অভিশাপ আরও নাভিঃশ্বাস তুলে দিয়েছিল।বহু সাংবাদিক, কর্মীকে দেওয়াল ধরিয়ে দেওয়ার মত ছাঁটাই করতে বাধ্য হন ওই শীর্ষ সংবাদ মাধ্যম। যাদের নিয়ে প্রশ্ন তোলাই অন্যায়।তাই মুনাফার অঙ্কটা টিকিয়ে রাখতে চাই এক পরিকল্পনা যা সরকারি হাসপাতালের গন্ডিতে গড়ে উঠলে ডাক্তার থেকে ঔষধ কোম্পানী এমনকি আয়া নার্সরাও উপকৃত হতে পারেন। সঙ্গে চাই শুধু শীর্ষ দু একটি গণমাধ্যম। যেখানে তবিল নাচিয়ে দিদিকে ঘিরে ফেলার জন্য তৈরি ছিল বিজেপির মত একটা রাজনৈতিক দল সাথে ক্ষমতা হারানো গোল্লা পাওয়া বামেরা।বাইপাসের এক সৃজনশীল ডাক্তার বাবু যিনি গড়িমায় সেবাব্রতী কিন্তু আদপে টাকার এপীঠ ওপীঠ চাঁটা মাঝে মধ্যে ক্যালকাটা ক্লাবে বিতর্কসভার আয়োজন করে মানুষকে তার সাংস্কৃতি মনস্ক মনের পরিচয় দেওয়া সেই ইউটিউব ডাক্তার এই চক্রান্তের অন্যতম ঘুঁটি ছিলেন যাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে ভাবে হোক আরজিকরের পরিষেবা দুর্বল করে তোলা।এটা এক আদদিনের ভাবনার ফসল নয়। দীর্ঘ দিনের সুচিন্তিত এক পাশবিক পরিকল্পনা যাতে আরও পারদ যোগায় সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের নৈরাজ্য। সেখান থেকে যে বিপুল সংখ্যক রোগী এই বাইপাসের নার্সিং হোমগুলোতে চিকিৎসা করতে আসতেন যাদের মুরগী করে মোটা অঙ্কের টাকা লুট করা যায় সেই রাস্তা বন্ধ হওয়ায় এরা আরও মরিয়া হয়ে ওঠে।মুনাফা চাই মুনাফা! আমাদের হেলথ পরিষেবা জনকল্যাণমূলক নয়, জণগনের টাকা লুট করার জন্য ,এই আদর্শে গড়ে ওঠা ইমারত গুলো যখন জ্বালা যন্ত্রণায় মাথা খারাপ হবার যোগাড় তখন স্বপ্নের সওদাগর হিসাবে তাড়া আবিষ্কার করলেন এই সঞ্জয় রাইকে। যার ঠিকুজী কুষ্টি দেখে পুলিশের একাংশ ষড়যন্ত্রের কিংদের বোঝালেন একটু মদ আর গাঁজা এখানে কতটা ভয়ঙ্কর কাজে লাগবে।সিবিআই তদন্তের মুখে কি সেই পুলিশ অফিসার পড়েছেন যাকে সঞ্জয়ের সাথে সর্বত্র ঘুরতে দেখা যেত?কেন এখনো তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না!কোন কোন পুলিশের মদততে একজন সাধারণ সিভিক ভলেন্টিয়ার দিনের পর দিন পুলিশের রেজিষ্ট্রেশন করা বাইক নিয়ে ঘুরে বেরাতো! কিভাবে সেদিন অত রাতে সঞ্জয় সেমিনার হলের চার তলায় পৌছাল?কোন ডাক্তার বাবু তাকে সেখানে যাওয়ার পারমিশান দিয়েছিলেন? এগুলো কি সিবিআই দেখছে!কেন সেদিনের রাতে তিলোত্তমার সহযোগীদের একজনকেও হেফাজতে নিতে পারল না সিবিআই!নাকি সবটাই এখন তদন্তের নামে নাটক চলছে! ঘটনায় যাদের ইনভলমেন্ট থাকার প্রচুর সম্ভবনা তাদের বাঁচিয়ে যদি সিবিআই তদন্ত করে তবে তার ভবিষ্যত যে অন্ধগলিতে হাতরাবে তা বলাই বাহুল্য।যার আশু পরিণতি এক ভয়ঙ্কর সত্য যাকে ধামাচাপা না দিতে পারলে পুরো চিকিৎসক সমাজের মুখে এবং শীর্ষ সংবাদ মাধ্যমের মুখে চূণকালী পড়তে বাধ্য।ফলে বেচারা সিবিআই মিডিয়া আর বিজেপির হাতে তামাক খেয়ে শুধু একজনকে ফাঁসাতে যে তদন্ত করছে তার ভবিষ্যত কি সহজেই অনুমেয়।যারা জ্যাষ্টিস চাই বলে চেল্লাচ্ছেন তাদের ক্ষেপিয়ে নেপথ্যে হাঁসছেন কিছু শীর্ষ সংবাদ মাধ্যম, প্রভাবশালী ডাক্তার আর পুলিশের একাংশ।এজেন্ডা এখন একটাই মুনাফার স্বাস্থ্য বাজারের একমাত্র পথের কাঁটা মমতাকে হাটানো।

সিনেমার খবর

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুললেন ফারহান আখতার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুলেছেন ফারহান আখতার। ২০০০ সালে অধুনা ভবানীকে বিয়ে করেন ফারহান। ২০১৬ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। তারপর ২০২২ সালে শিবানী ডাণ্ডেকরকে বিয়ে করেন ফারহান। ফারহানের বাবা কবি, গীতিকার জাভেদ আখতারের জীবনেও বিবাহবিচ্ছেদের ইতিহাস রয়েছে। ফারহানের মা, অভিনেত্রী হানি ইরানির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর জাভেদ বিয়ে করেন শাবানা আজমিকে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বাবা এবং ছেলের জীবনের মধ্যে মিল প্রসঙ্গে ফারহানকে প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন ওঠে জাভেদের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও। ফারহান বলেন, 'আমি জানি কেমন মনে হয় (বিবাহবিচ্ছেদ), এবং ছোটবেলায় আমারও মনে হয়েছিল, কোনও দিন এটা আমি আমার সন্তানদের সঙ্গে হতে দেব না।'

অধুনার সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গে ফারহান বলেন, 'খুবই কঠিন ছিল। পাশাপাশি এটাও মাথার মধ্যে কাজ করছিল যে শৈশবে আমারও অভিভাবকদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল।' ফারহান জানান, বিবাহবিচ্ছেদের আগে তিনি এবং অধুনা সন্তানদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেন। সন্তানরা যে তাঁদের সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণ নয়, সে কথাও তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেন।

তবে শৈশবে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ নিয়ে চারপাশে তাকে কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিল বলেও জানান ফারহান। অভিনেতার মতে প্রথমত, সেই সময় সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা খুব স্বাভাবিক ছিল না। দ্বিতীয়ত, বাবা-মা তারকার হওয়ার কারণে বিষয়টি গোপন রাখা যায়নি। ফারহান বলেন, 'স্কুলে কোনও বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হলেই শুনতে হত আমার বাবা, আমার মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তখন খুব কষ্ট হত।'

উল্লেখ্য, ফারহান 'ডন ৩' ছবিটি পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করবেন রণবীর সিংহ। এই ফ্রাঞ্চাইজিতে শাহরুখের পরিবর্তে রণবীরের নাম ঘোষণার পর থেকেই ফারহানকে দর্শকের সমালোচনার শিকার হতে হয়।

প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে 'কল্কি ২৮৯৮এডি' এলো ওটিটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণের তারকা প্রভাস এবং হিন্দি ইন্ডাস্ট্রির নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোনের 'কল্কি ২৮৯৮এডি' সিনেমা এতদিন প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে এবার এসেছে ওটিটিতে। এছাড়া হিন্দি সিনেমার চিত্রনাট্যকার সেলিম খান ও জাভেদ আখতারের কর্মজীবন নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র 'অ্যাংরি ইয়ং মেন' প্রচার করছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও।

এদিকে দক্ষিণী তারকা ধানুশের ৫০তম সিনেমা 'রায়ান' এবার দেখা যাবে আমাজন প্রাইমে। কোরিয়ার ড্রামা সিরিজ 'দ্য ফ্রগ'সহ আরো কিছু সিরিজ ও সিনেমা দেখা যাবে চলতি সপ্তাহের ওটিটির বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের পর্দায়।

প্রেক্ষাগৃহে দারুণ সাড়া ফেলার পর ভারতীয় সিনেমা 'কল্কি ২৮৯৮এডি' শুক্রবার থেকে নেটফ্লিক্সে প্রচারিত হচ্ছে। নাগা অশ্বিন পরিচালিত সায়েন্সফিকশনধর্মী এ সিনেমায় পৌরাণিক চরিত্র 'কল্কি'র ভূমিকায় পর্দায় এসেছেন প্রভাস। আর দীপিকা পাড়ুকোন অভিনয় করেছেন 'পদ্মা' নামের চরিত্রে। এছাড়াও এ সিনেমায় আছেন বলিউডের মেগাতারকা অমিতাভ বচ্চন এবং দক্ষিণের কমল হাসানের মত বাঘা বাঘা অভিনেতারা। সিনেমাটির হিন্দি সংস্করণ দেখা যাচ্ছে নেটফ্লিক্সে।

হাজার কোটি টাকার বাজেটে নির্মাণ হচ্ছে 'রামায়ণ', কে পেলেন কোন চরিত্র?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড ও দক্ষিণী তারকাদের নিয়ে রামায়ণের গল্প এবার বড়পর্দায় আনছেন পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি। এরইমধ্যেই নীতেশ তিওয়ারির ট্রিলজি সিনেমা 'রামায়ণ' নিয়ে উন্মাদনা বাড়ছেই। মাঝেমধ্যে রামায়ণের সেট থেকে একাধিক ছবি প্রকাশ্যেও চলে আসছে। যেখানে রামের চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাঁই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে দেখা যাবে 'কেজিএফ' তারকা যশকে।

এদিকে, এখন পর্যন্ত দশজন অভিনেতা আছেন যাদের নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণের জন্য নিশ্চিত করেছেন কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া। এই তালিকা থেকে জানা যায়, রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীনার চরিত্রে সাঁই পল্লবী, যশকে দেখা যাবে রাবন রূপে এবং লক্ষ্মণ চরিত্রে রবি দুবে। এছাড়াও সিনেমাটির অন্যতম চরিত্র সানি দেওল, যাকে হনুমানের বেশে। ইন্দিরা কৃষ্ণন থাকছেন কৌশল্যা চরিত্রে। রাবণের স্ত্রী কৈকেয়ীর চরিত্রে দেখা যাবে লারা দত্তকে। বিভীষণের রূপে বিজয় সেতুপতি। অন্যদিকে দশরথ চরিত্রে অরুণ গোভিল এবং শিবা চাড্ডার থাকবেন মন্থরা বেশে।

এরই মধ্যে 'রামায়ণ' সিনেমায় সাঁই পল্লবী ও রণবীর কাপুরের বেশ কিছু লুক প্রকাশ্যে এসেছে। যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও কম হচ্ছে না। তবে সিনেমাটির বাজেট নিয়ে জোরালো চর্চা হচ্ছে ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায়। সিনেমাটির জন্য কত টাকা বাজেট নির্ধারণ করেছেন প্রযোজক আল্লু অরবিন্দ, মধু মান্টেনা আর নমিত মালহোত্রা তা যেন সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে।

সম্প্রতি জানা গেছে 'রামায়ণ' সিনেমার প্রথম পার্টের জন্য ৮২৫ কোটি রুপি বাজেট ধরা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই সিমার বাজেট এক হাজার কোটি টাকার বেশি। যার অধিকাংশই ব্যয় হচ্ছে কাস্টিংদের পারিশ্রমিক ও সেট নির্মাণে। পৌরাণিক এই চলচ্চিত্রের প্রথম কিস্তির শুটিংয়ের জন্য মোট ১২টি বিশাল সেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এদিকে শোনা যাচ্ছে 'রামায়ণ' সিনেরমার প্রথম কিস্তির শুটিং শেষ হয়েছে। বর্তমানে চলছে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ, যার জন্য ৬০০ দিন সময় নিবেন নির্মাতা। ভিএফএক্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অস্কারজয়ী সংস্থা ডিএনইজিকে।

হিন্দি, তামিল, তেলেগু ছাড়া আরো বেশ কিছু ভাষায় সিনেমাটি মুক্তি পাবে। বক্স অফিস বিশ্লেষক সুমিত জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের অক্টোবরে মুক্তি পাবে 'রামায়ণ'।

'এক রাতে ফাঁসি নয় কেন'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত মাঠ ছাড়ছেন না কাঁটাতারের ওপারের জনসাধারণ। সেখানে সমানতালে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বিনোদন মহলের ব্যক্তিত্বরাও।

কিন্তু এমন ঘটনার পরও ভারতজুড়ে যেন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না ধর্ষণ-নারী নির্যাতনের মত ঘটনা। তার প্রমাণ সম্প্রতি আসাম, বদলাপুর থেকে বিহারের ঘটনা।

বলা যায় প্রায় প্রত্যেক তারকা-শিল্পীরাই কঠোরভাবে এ সকল ন্যাক্কারজনক কাণ্ডের বিচারের আশায় বদ্ধ পরিকর। এমতাবস্থায় ধর্ষকদের জন্য আবারও 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট'-এর দাবি জানালেন টালিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী। এ সময় নারীদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে আওয়াজ তোলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে অভিনেত্রীর বক্তব্য, 'এক রাতে যদি নোটবন্দি হতে পারে, এক রাতে যদি লকডাউন ঘোষণা করা যায়, তাহলে এক রাতে ধর্ষকদের শাস্তি নয় কেন?'

রবিবার (২৫ আগস্ট) আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে সিনেপাড়ার সতীর্থদের সঙ্গে কলকাতার পথে নেমেছিলেন শুভশ্রী। সেই মিছিলে হেঁটেছিলেন রাজ চক্রবর্তীও। যদিও তারকা বিধায়ক হওয়ায় প্রতিবাদী মিছিলে হেঁটে নেটপাড়ার একাংশের কটাক্ষের শিকার হয়েছেন।

শুধু রাজ-শুভশ্রী নয়, শিল্পীদের অনেকেই ট্রোল-মিমের শিকার নেটিজেনদের হাতে। সেই আবহে নিন্দুক-সমালোচক থেকে সমাজ, সকলকে একযোগে বিঁধে একটি কবিতাও লিখেছিলেন অভিনেত্রী।

কড়া ভাষাতেই সমাজের মন-মানসিকতা বদলানোর কথা বলছেন শুভশ্রী। স্বরচিত কবিতা লিখে মেয়েদের ধর্ষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন।

যেখানে শুভশ্রী প্রশ্ন তুলেছেন, 'সংস্কার ধরে রাখার দায়িত্ব কী শুধু আমাদের? তাহলে ওরা কী করবে?' তার হুঁশিয়ারি, 'অনেক হয়েছে নোংরামি আর পাপ, তাও নেই কোনও অনুতাপ। আমরা নাকি 'পতিতা' আর 'নষ্টা'! দেখ তাহলে এই নষ্টারাই এবার গড়বে দুনিয়া, যেখানে বাপকেও ছাড়ে না পাপ!'

এদিকে শুভশ্রীর এমন পোস্টের পর রাজ চক্রবর্তীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটাক্ষ ছোড়ে নেটিজেনরা। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, 'তাহলে কি শাসক দল ছাড়ছেন তিনি?' যদিও সেসব কটাক্ষের কোনও উত্তর দেননি শুভশ্রী।

আর্জেন্টিনা দলে
ফিরলেন দিবালা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামী দুই ম্যাচের জন্য শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনা দলে ডাক পেলেন পাওলো দিবালা। চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে লিওনেল স্কালোনির দলের সঙ্গে যোগ দিবেন তারকা এই ফরোয়ার্ড।

আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে সোমবার দিবালার দলে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি জানানো হয়।

'দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে লিওনেল স্কালোনির স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছেন এএস রোমার ফুটবলার পাওলো দিবালা।'

জাতীয় দলে ফেরাকে গুরুত্ব দিতে সম্প্রতি সউদী আরবের ক্লাবের দেওয়ার বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন দিবালা।

ফুটবল বিশ্লেষকদের ধারণা, চোটের কারণে দলে লিওনেল মেসি না থাকায় সুযোগটা পেয়েছেন দিবালা। আর্জেন্টিনার কাতার বিশ্বকাপজয়ী দলে এবং সদ্য কোপা আমেরিকা জয়ের দলেও ছিলেন না ৩০ বছর বয়সী এই ফুটবলার। কারণটা ফুটবলীয় বলে জানান কোচ।

গত ১৯ অগাস্ট মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা করেন স্কালোনি। ২৮ সদস্যের এই দলে নতুন মুখ ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস ও মাতিয়াস সুলে। ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড কাস্তয়ানোস খেলেন ইতালিয়ান ক্লাব লাৎসিওতে। আর ২১ বছর বয়সী সুলে খেলেন আরেক ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমায়।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস এইরেসে চিলির বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের সপ্তম ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। চার দিন পর স্বাগতিক কলম্বিয়া বিপক্ষে খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

সিডনি এফসিতে ব্রাজিলের কস্তা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর সাবেক সতীর্থ, ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ডগলাস কস্তা দুই বছরের চুক্তিতে সিডনি এফসি দলে যোগ দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ান পেশাদার এ-লিগ সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

৩৩ বছর বয়সী কস্তা ইউভেন্তুসের হয়ে তিনটি ইতালিয়ান সিরি-এ লিগ শিরোপা জিতেছেন। তুরিনের ক্লাবটিতে রোনালদোর সতীর্থ হিসেবে খেলেছেন কস্তা। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ান নতুন মৌসুম শুরু হবার আগে কস্তা সেখানে যোগ দিলেন।

এক বিবৃতিতে কস্তা বলেছেন, 'পুরো ক্যারিয়ারে আমি বেশ কিছু দুর্দান্ত ক্লাবের হয়ে খেলেছি। বেশ কিছু শিরোপা জয় করেছি। এখন সিডনি এফসির হয়ে সেই অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ করতে চাই। ফুটবল আমার রক্তে মিশে আছে। এখানকার ফুটবলকে আরো জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে আমি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছি। আমি জানি অস্ট্রেলিয়ার মানুষ বেশ ফুটবল পাগল, সে কারণেই এখানে খেলার আগ্রহ দেখিয়েছি।'

ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লামিনেঙ্গ থেকে কস্তা সিডনিতে যোগ দিয়েছেন। পেশাদার ক্যারিয়ারে তিনি বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ২৪টি শিরোপা জয় করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ২০২০ ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০১৫ সালে বায়ার্নে যোগ দেবার আগে শাখতার দোনেস্কর হয়ে টানা পাঁচটি ইউক্রেনিয়ান লিগ শিরোপা জয় করেছেন। বায়ার্নে জিতেছেন তিনটি বুন্দেসলিগা শিরোপা।

২০১৭ সালে ইউভেন্তুসে নাম লেখান কস্তা। প্রাথমিকভাবে এই চুক্তি ধারে হলেও পরবর্তীতে স্থায়ী হয়েছিল। ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি ইতালিয়ান জায়ান্টদের হয়ে খেলেছেন।

ব্রাজিল জাতীয় দলের জার্সিতে কস্তা খেলেছেন ৩১টি ম্যাচ। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ দলের সদস্য ছিলেন।

সিডনি এফসি চেয়ারম্যান স্কট বারলো বলেছেন, 'ব্রাজিলের বিশ্বকাপ তারকা ডগলাস কস্তাকে সিডনি এফসি ও এ লিগে আনতে পেরে আমরা দারুন খুশী। তিনি একজন অত্যন্ত উঁচু মানের একজন খেলোয়াড়। কস্তার কারনেই এখন পুরো ফুটবল বিশ্বের চোখ সিডনি এফসি ও এ লিগের দিকে থাকবে।'

সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমেও কস্তার দারুন জনপ্রিয়তা রয়েছে। ইন্সটাগ্রামে তার ফলোয়ারের সংখ্যা ৬ মিলিয়ন।

গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্সের পরে ১২ দলের এ-লিগে সিডনি চতুর্থ স্থানে থেকে মৌসুম শেষ করেছিল।

ঘুরে দাঁড়ানোর রাতে
নায়ক-মাদুয়েকে-এন্ড্রিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির কাছে দুই গোলে হেরে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করেছিল চেলসি। ঘরের মাঠে হারার পর রোববার মৌসুমের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটনকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে অলবস্লুজরা। উলভসের মাঠে দুইবার লিড নিয়েও পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়েছিল তারা। তবে বিরতির পরই অন্যরূপে দেখা গেলো চেলসিকে। ননি মাদুয়েকের হ্যাটট্রিকে উলভসকে ৬-২ গোলে হারালো তারা। ৮ গোলের ম্যাচে দুই অর্ধে চারটি করে গোল হয়। দ্বিতীয় মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় চেলসি। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল হেড করে জালে জড়ান নিকোলাস জ্যাকসন। মাদুয়েকের ডানপায়ের শট কিপার সেভ করে কর্নার বানান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজের বানিয়ে দেওয়া বলে বক্সের ডানপ্রান্ত থেকে নেওয়া মাদুয়েকের নিচু শট রুখে দেন উলভস কিপার। এর কিছুক্ষণ পরই সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা। ২৭ মিনিটে ম্যাথিউস কুনহার ডানপায়ের শট জাল কাঁপায়। প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে জ্যাকসনের বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন কোল পালমার। ৯ মিনিটের ইনজুরি টাইমের ষষ্ঠ মিনিটে গোল করে দলকে আবারো খেলায় ফেরায় জোর্গেন স্ত্রাদ লারসেন। দুইবার এগিয়ে গিয়েও সমতায় থেকে বিরতিতে যেতে হয় চেলসিকে। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে ফিরেই তারা গোলবন্যায় ভাসায় উলভসকে। ১৪ মিনিটের ব্যবধানে হ্যাটট্রিক করেন মাদুয়েকে। ২২ বছর বয়সী ইংল্যান্ড ফরোয়ার্ড ৪৯ মিনিটে ৩-২ করেন। পালমারের অ্যাসিস্টে বক্সের ডান দিক থেকে তার বাঁ পায়ের শটে চেলসি লিড নেয়। ৫৮ মিনিটে আবারও তাকে দিয়ে গোল বানিয়ে দেন পালমার। ৬৩ মিনিটে বক্সের সেন্টার থেকে জাল কাঁপিয়ে হ্যাটট্রিক করেন মাদুয়েকে। তিন গোলে এগিয়ে গিয়েও চেলসির ক্ষুধা কমেনি। পেদ্রো নেতোর অ্যাসিস্টে ৮০ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে গোলদাতার খাতায় নাম লেখান অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে স্থায়ীভাবে আসা জোয়াও ফেলিক্স। দুই ম্যাচ খেলে কোনও পয়েন্ট পেলো না উলভস। তিন পয়েন্ট নিয়ে সাতে উঠে গেলো চেলসি।

এদিকে, ইপসউইচ টাউনকে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শুভ সূচনা করেছিল লিভারপুল। নতুন কোচ আর্নে সম্লট ঘরের মাঠেও সাফল্য পেয়েছেন। রোববার লিভারপুল অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামে ২-০ গোলে হারিয়েছে ব্রেন্টফোর্ডকে। লিভারপুল শুরুতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ১৩তম মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে লুইস দিয়াজ উঁচু কোনাকুনি শটে মৌসুমের প্রথম গোল করেন। ব্রেন্টফোর্ড গোল শোধে মরিয়া ছিল। দুই অর্ধে গোলমুখের বেশ কাছ থেকে তাদের দুটি হেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এক গোলে এগিয়ে থেকেও লিভারপুর স্বস্তিতে ছিল না। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের খেলার ২০ মিনিট বাকি থাকতে মোহাম্মদ সালাহ গোল করলে জয় সুনিশ্চিত হয়। ইয়ুর্গেন ক্লপের শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জের শুরুটা তাতে বেশ ভালো হলো সম্লটের। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে তারা। পরের ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে ডাচ কোচকে।

এছাড়া, লা লিগায় মায়োর্কার সাথে ড্র দিয়েই নতুন মৌসুম শুরু করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। দ্বিতীয় ম্যাচেই নিজেদের মাঠে জয়ের মুখ দেখলো আনচেলত্তির দল। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রোববার রাতে ভায়াদোলিদকে ৩-০ গোলে হারিয়ে লা লিগায় তারা প্রথম জয় পেলো রিয়াল মাদ্রিদ। নিজেদের মাঠে শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেললেও গোলের দেখা পায়নি ভিনিসিয়াস-এন্ড্রিকরা। প্রথমার্ধে করা তাদের প্রতিটি আক্রমনই রুখে দিয়েছে ভায়াদোলিদ রক্ষণভাগ। বিরতি থেকে ফিরে গোল পেতে দেরী হয়নি রিয়ালের। খেলার ৫০ মিনিটে গোল করে দলকে ১-০ তে লিড এনে দেন ফেডেরিকো ভালভার্দে। রদ্রিগোর পাসে জোড়ালো শটে ভায়াদোলিদ গোলকিপার কার্ল হেইনকে পরাস্ত করেন এই ফরোয়ার্ড। এক গোলে পিছিয়ে পড়ে খেলায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে ভায়াদোলিদ। গোল শোধে বেশ কটি আক্রমনও করে তারা। তবে তা গোলে পরিনত করতে পারেনি ভায়াদোলিদের স্ট্রাইকাররা। অন্যদিকে গোল বাড়াতে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে রিয়াল মাদ্রিদ। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রদ্রিগো আর এমবাপ্পেকে উঠিয়ে নেয় কোচ আনচেলত্তি। বদলি হিসেবে মাঠে নামে লুকা মদ্রিচ, দানি চিবালোস ও এন্ড্রিক। এই তিন ফরোয়ার্ড মাঠে নেমেই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ৮৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুন করে নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। এডার মিলিতাওয়ের কাছ থেকে পাওয়া বলে গোল করতে ভুল করেননি বদলি ব্রাহিম দিয়াজ। এই গোল হজমের পর হাল ছেড়ে দেয় ভায়াদোলিদ। এই সুযোগে ইনজুরি টাইমে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করে দেয় এন্ড্রিক। ব্রাহিম দিয়াজের পাসে রিয়ালের জার্সিতে প্রথম গোল করেন এন্ড্রিক। এই জয়ে দুই ম্যাচ থেকে চার পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। এদিকে, মৌসুমের প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই জয়ের মুখ দেখলো অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। রোববার রাতে ঘরের মাঠে জিরোনাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। অ্যান্টোনিও গ্রিজম্যানের গোলে প্রথমার্ধে লিড নেয় দিয়েগো সিমিওনির দল। বাকি গোল দুটো আসে বিরতির পর। ৪৮ মিনিটে মার্কোস লরিয়েন্তে এবং খেলা শেষের ইনজুরি সময়ে কোকের গোলে সহজ জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। দুই ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সমান পয়েন্ট হলেও গোল গড়ে এগিয়ে থেকে টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে অ্যাটলেটিকো।

পরপারে ইংল্যান্ডের
সাবেক কোচ এরিকসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে হেরে গেলেন সভেন গোরান এরিকসন। ৭৬ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন ইংল্যান্ডের এই সাবেক কোচ। ইংল্যান্ডের প্রথম নন-ব্রিটিশ কোচের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার সন্তান লিনা এবং জোহান।

গত মাসে তার নামে ডকুমেন্টারি ওসভেন্ন মুক্তি পায়। সেই প্রামাণ্যচিত্রে এরিকসন বলেছিলেন, 'ভালো একটা জীবন পেয়েছি। আমার মনে হয়, সবাই মৃত্যুর দিনটিকে ভয় পাই। কিন্তু জীবন মানে মৃত্যুও। এটা যেমন সেভাবেই আপনাকে গ্রহণ করা শিখতে হবে। আশা করি, সব শেষ হওয়ার পর লোকে বলবে মানুষটা ভালো ছিল। তবে সবাই তা বলবে না।'

দীর্ঘ চার দশকের কোচিং ক্যারিয়ার এরিকসনের। এ সময় জাতীয় এবং ক্লাব মিলিয়ে ১৭ দলকে কোচিং করিয়ে ১৮টি মেজর ট্রফি জিতেছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য ক্লাব হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি, লেস্টার সিটি, এএস রোমা এবং লাৎসিও। ২৭ বছর বয়সে ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানার পরেই ১৯৭৭ সালে সুইডিশ ক্লাব ডেগেরফোর্স আইএফকে দিয়ে কোচিংয়ের যাত্রা শুরু করেন এরিকসন।

২০১৯ সালে কোচিং ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টানা সুইডিশ কোচ ইংল্যান্ডকে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কোচিং করিয়েছেন। তার মেয়াদে ইংল্যান্ড কোনো শিরোপা জিততে না পারলেও তিনটি মেজর টুর্নামেন্টের শেষ আটে খেলে।

হারের পর পাকিস্তানকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্টে আগের ১৩ বারের দেখায় ১২ বারই হেরেছিল বাংলাদেশ। এবার ১৪তম দেখায় অধরা সেই জয় পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। সেটাও দ্য গ্রিন ম্যানদের মাটিতেই।

রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। দেশের বাইরে সপ্তম এবং সব মিলিয়ে এটি বাংলাদেশের ২০তম জয়।

তবে পাকিস্তানের এমন হার কোনোভাবেই মানতে পারছেন না সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। ঐতিহাসিক হারের পর দ্য গ্রিন ম্যানদের স্রেফ ধুয়ে দিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। একইসঙ্গে বাংলাদেশকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি।

পিন্ডিতে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের ৪৪৮ রানের জবাবে মুশফিকুর রহিমের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ৫৬৫ রানে থামে বাংলাদেশ। লিড পায় ১১৭ রানের। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৬ রানেই গুটিয়ে যায় দ্য গ্রিন ম্যানরা। মাত্র ৩০ রানের লক্ষ্য পেয়ে কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করে বাংলাদেশ।

সিরিজের প্রথম টেস্টে চার পেসার নিয়ে পাকিস্তানের একাদশ সাজানো হয়েছিল। কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছিল না। এ নিয়ে অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্টের সমালোচনা করেন আফ্রিদি। তার দাবি, কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণাই ছিল না পাকিস্তানের।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শহীদ আফ্রিদি লেখেন, ১০ উইকেটের হার এই ধরনের পিচ প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত, চারজন ফাস্ট বোলার খেলানো এবং বিশেষজ্ঞ স্পিনার না রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। হোম কন্ডিশন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। একইসঙ্গে, টেস্টজুড়ে যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট বাংলাদেশ খেলেছে, সেটার কৃতিত্ব তাদের দিতেই হবে।

দিয়াস-সালাহর গোলে
অনায়াসে জিতল লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লীগে জয়ের ধারা ধরে রেখেছে লিভারপুল। ইপসউইচ টাউনকে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শুভ সূচনা হয়েছিল অলরেডসদের। ঘরের মাঠেও পরের ম্যাচে জয় পেয়েছে আর্নে স্লটের শিষ্যরা।

লিভারপুল অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামে ২-০ গোলে হারিয়েছে ব্রেন্টফোর্ডকে। ফলে ঘরের মাঠে অভিষেকটা জয় দিয়ে হল দলের নতুন কোচ স্লটের। লিভারপুলের দুই গোলদাতা লুইস দিয়াস ও মোহাম্মদ সালাহ।

লিভারপুল শুরুতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ১৩তম মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে লুইস দিয়াজ উঁচু কোনাকুনি শটে মৌসুমের প্রথম গোল করেন।

ব্রেন্টফোর্ড গোল শোধে মরিয়া ছিল। দুই অর্ধে গোলমুখের বেশ কাছ থেকে তাদের দুটি হেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এক গোলে এগিয়ে থেকেও লিভারপুর স্বস্তিতে ছিল না। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের খেলার ২০ মিনিট বাকি থাকতে মোহাম্মদ সালাহ গোল করলে জয় সুনিশ্চিত হয়।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে
টেস্টে নেই রশিদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে ওঠার লড়াই শেষ হয়নি রশিদ খানের। যে কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে তারকা এই লেগ স্পিনারকে বিশ্রাম দিয়েছে আফগানিস্তান।

ভারতের গ্রেটার নয়ডায় আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে দুই দলের মধ্যকার একমাত্র টেস্ট। ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে এই প্রথম মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তারা।

ম্যাচটির জন্য সোমবার ২০ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। যেখানে রাখা হয়নি রাশিদকে।

গত ১২ অগাস্ট হ্যামস্ট্রিং চোটে দা হান্ড্রেড থেকে ছিটকে যান রাশিদ। পরে অবশ্য আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচ খেলেন তিনি। তবে টেস্ট খেলার জন্য তাকে এখনও পুরোপুরি ফিট মনে করছে না আফগান বোর্ড।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR